Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501031 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

# The Possible Equations of Male-Female Relationships in the Next Generation, as Depicted in Selected Bengali Science Fiction Stories

# নির্বাচিত বাংলা কল্পবিজ্ঞান কাহিনিতে আগামী প্রজন্মের নর-নারী সম্পর্কের সম্ভাব্য সমীকরণ

Sumana Pal
S.A.C.T
Bengali Department, yogoda Satsanga Palpara Mahavidyalaya
Purba-Medinipur

Received on: 30th April 2026
Accepted on: 13th May 2026

**Abstract:**
The mutual relationship between man and woman is an eternal yet perennially complex subject. Nowadays, the dynamic of relationship among modern and ultra-modern humans have become more subtle, complex, and multifaceted. Human relationships never flow in a single rhythm; its pace is incredibly diverse.

Being the most advanced creatures on Earth, humans due to their fertile brains, have been able to transform the present world into a "global village." All the pleasures of this material world are now almost within their grasp. The pace of life is increasing. Humans are on the verge of losing natural emotions. Behind a glamorous life, intense despair, anxiety, and restlessness consume them like quicksand. The fundamental structure of natural relationship between man and woman is changing. Despite the roar of thousands of people around them, individuals are becoming secluded amidst the crowd of relationships.

Standing in 2026, it seems like this fatal characteristic of modern age will become even more intense. Perhaps a day will come when artificial "robot-man" and "robot-woman" will be created in laboratories. Perhaps they will fulfill our desire or become our close companion. The ecosystem of natural relationship will begin to break down. Due to the dryness, harshness, and betrayal of flesh-and-blood companionship, we will reach the deeper depths of abyss.

My research paper is an attempt to highlight this probable equation in the upcoming days and to apprise the current generation about this fact.

**Key Words:**
Science-Fiction, Present-Time, Future, Men-Women, Love, Sexuality, Retribution, Consequences of Relationships.

## মূল প্রবন্ধ

১

সাহিত্য জীবনের দর্পণ। সেই সঙ্গো তা সময় এবং সমাজকেও প্রতিফলিত করে। কল্পবিজ্ঞান কাহিনি বা 'Science Fiction' সাহিত্যেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ নব-শাখা। বিদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেও ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এক সময় এই ধারার খুব একটা গুরুত্ব ছিল না। তবে ইদানিং কালে এর প্রাধান্য বেশ বাড়ছে।

'Science' এবং 'Fiction' এই দুটি ইংরেজি শব্দের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে 'Science-Fiction' নামক শব্দ-বন্ধটি।


© Santiniketan Sahityapath

'Science' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Scientia' থেকে, যার অর্থ জ্ঞান বা বিদ্যা। 'Fiction' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'fictum' বা 'fictio' থেকে; যার অর্থ কোনো কিছু তৈরি করা, ছাঁচ নির্মাণ করা, কাহিনি তৈরি করা বা আকার দেওয়া। তাই ব্যুৎপত্তিগতভাবে বিচার করলে বলা যায়; বিজ্ঞানের সূত্র, তত্ত্ব ও তথ্যকে অবলম্বন করে কল্পনার রঙে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে লেখক যে রস-সাহিত্য সৃষ্টি করেন তাই কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য। কল্পনা আর বিজ্ঞান; আপাতদৃষ্টিতে এই দু'টি পরস্পর বিরোধী ধারার সার্থক মেলবন্ধনেই সৃষ্টি হয়েছে কল্পবিজ্ঞান কাহিনি। কল্পবিজ্ঞানকে যদি গাণিতিক সূত্র দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে সমীকরণটা বোধ হয় এরকম দাঁড়াবে —

কল্পনা + বিজ্ঞান + গল্প = কল্পবিজ্ঞান কাহিনি

কল্পবিজ্ঞানের সংজ্ঞা, রূপ, রীতি, বৈশিষ্ট্য, গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে। উঠে এসেছে নানান চিন্তাশীল মতামত। এ প্রসঙ্গো দু-একটি গবেষণাধর্মী চিন্তনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন শিক্ষক-গবেষক সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় কল্পবিজ্ঞান সম্পর্কে বলেছেন — "কল্পবিজ্ঞানকে আমরা বলতে পারি আধুনিক রূপকথা।... কল্পবিজ্ঞানের রূপকথা বিজ্ঞানভিত্তিক, তা বিজ্ঞানের সত্যকে ফুঁ দিয়ে ফাঁপিয়ে তোলা।... রূপকথায় যদি ঝাঁটায় চড়ে ডাইনি বুড়ির উড়ে বেড়ানোর কথা থাকে তবে কল্পবিজ্ঞানে পাই মহাকাশযানে চড়ে অন্তরীক্ষে পাড়ি দেবার কথা। এজন্য একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে, রূপকথা উপভোগ করতে গেলে বিজ্ঞানের কোন জ্ঞান না থাকলেও চলে কিন্তু কল্পবিজ্ঞান উপভোগ করতে গেলে বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ অত্যন্ত জরুরী। রূপকথায় ব্যাঙ্গামা-ব্যাঙ্গামী গল্প শোনায় আর কল্পবিজ্ঞানে গল্প শোনায় বিজ্ঞান।"[১] তিনি আরো বলেন — "কল্পবিজ্ঞান কাহিনীতে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিশেষ নিয়ন্ত্রণী ভূমিকা থাকবে। থাকবে অজানা সম্ভাব্য জগতের কথা, প্রাণীর কথা, আর আগামী দিনের কথা। তবে এতদসত্ত্বেও কল্পবিজ্ঞানের বহুমুখী বিচিত্র জগৎকে সংজ্ঞার বাঁধনে বাঁধা সম্ভব নয়। কিন্তু কল্পবিজ্ঞানে যা তুলে ধরা হয় তার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের তত্ত্বের সহায়তায় করা যায়। ফলে তৈরী হয় বিকল্প বাস্তবের যুক্তি যা বর্তমানের সীমাকে অতিক্রম করে।"[২]

কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য বললেই আমাদের মনে পড়ে বিশাল সৌরজগৎ, মহাকাশ, মহাকাশযান, এলিয়েন, টাইম-মেশিন, রোবট, অদ্ভুতুড়ে সব আবিষ্কার, আরো কত কী। সাধারণত বিজ্ঞান নির্ভর কাহিনিগুলি মনের সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ, সম্পর্কের টানা-পোড়েন, সাংসারিক জটিলতা, রাজনীতি এসব নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামায় না। সময় বদলাচ্ছে। সেই সঙ্গো বদলে যাচ্ছে আধুনিক কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের রীতিনীতি ও বৈশিষ্ট্য। তাই বর্তমানের কল্পবিজ্ঞান কাহিনিগুলিতে উঠে আসছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের রাজনীতি, সমাজ, পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্ক, নর-নারী, সেই সঙ্গে সম্পর্কের বহুমাত্রিক দিক।

২

নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক চিরকালের, অথচ চির-জটিল একটি বিষয়। নর-নারীর সম্পর্কে প্রেম-যৌনতা-প্রতিহিংসা-জটিল আবর্ত ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। শুধু সময়ের সঙ্গো সঙ্গো বদলে যাবে তার রূপ আর বৈশিষ্ট্য। বর্তমানের আধুনিক এবং অতি-আধুনিক মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি আগের থেকে আরো সূক্ষ্ম, আরো জটিল এবং বহুধাবিভক্ত। জীবনের গতি বড়োই বিচিত্র। তা কখনো একই ছন্দে বয় না। তাই সময়ের সঙ্গো সঙ্গো বদলে যায় সম্পর্কের সমীকরণ।

পৃথিবীর অতি উন্নত প্রাণী মানুষ; তার উর্বর মস্তিষ্কের দৌলতে সমগ্র পৃথিবীকে আজ বিশ্ব-গ্রামে পরিণত করতে পেরেছে। পার্থিব জগতের যাবতীয় সুখ এখন প্রায় তার হাতের মুঠোয়। বাড়ছে জীবনযাপনের গতি। সেই সঙ্গো মানুষ হারাতে বসেছে মানবোচিত স্বাভাবিক আবেগ। ঝাঁ-চকচকে জীবনের আড়ালে চোরাবালির মতো গ্রাস করছে তীব্র হতাশা, উদ্বেগ আর অস্থিরতা। বদলে যাচ্ছে নর-নারীর স্বাভাবিক সম্পর্কের কারক-বিভক্তি। সম্পর্কে থেকেও মানুষ হয়ে যাচ্ছে নিঃসঙ্গ, নির্জন, একাকী; কখনো বা হিংস্র, কখনো প্রতারক, কখনো খুনি। ২০২৬এ দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে এই জীবন বিনাশী যুগ-বৈশিষ্ট্য আরও তীব্র হবে। হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন পরীক্ষাগারে কৃত্রিম ভাবে তৈরি হবে যন্ত্রমানব-যন্ত্রমানবী। তারাই হয়ে উঠবে আমাদের চাহিদা মেটানোর মানুষ, প্রয়োজনের মানুষ, কাছের মানুষ; হয়তো বা আপনজন। ভাঙতে বসবে স্বাভাবিক সম্পর্কের বাস্তুতন্ত্র। রক্তমাংসের সম্পর্কের বিবর্ণতায়, রুক্ষতায়, কাঠিন্যে, বিশ্বাসঘাতকতায় আমরা হয়তো পৌঁছে যাব খাদের আরো গভীরে।


© Santiniketan Sahityapath

৩

নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে সারা বিশ্ব জুড়ে লেখা হয়েছে নানা গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি। হাল আমলে লেখা কল্পবিজ্ঞানের কাহিনিগুলিও এ ব্যাপারে খুব একটা পিছিয়ে নেই। এখনকার কল্পবিজ্ঞান কাহিনিগুলি শুধু বর্তমান নয়, বর্তমানকে পেরিয়ে আরো কয়েকশো বছর এগিয়ে নরনারীর সম্পর্কের এই জটিল রূপকে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। আলোচনার সুবিধার্থে আমি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'শিউলি ও অপরূপা', 'ইশারা', অর্ণব দাসের 'ডরোথি'র মতো গল্পগুলিকে বেছে নিয়েছি।

৩ (ক)

প্রথমেই আসি 'শিউলি ও অপরূপা' গল্পে। এই গল্পে লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় পাঠককে নিয়ে গেলেন দু'হাজার সাতশো চব্বিশ সালে। দাঁড় করালেন এক ভয়ঙ্কর পরিবর্তনের সামনে। সেই পরিবর্তনের রূপটি লেখকের কলমে ঠিক এরকম — "দীর্ঘ দিন ধরেই মহিলা ও পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে চাপা ঘৃণা ও অপ্রকাশিত শত্রুতার। বাইরে বাইরে পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলেও স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে সম্পর্ক নেই। উপরন্তু দীর্ঘকাল ধরে সমকামিতা ও অন্যান্য বিকৃতির ফলে লোপ পেয়েছে পারস্পরিক যৌন আকর্ষণও। যদি বা সে আকর্ষণ কিছু মহিলা পুরুষের মধ্যে রয়েছে, তা মেটাচ্ছে যন্ত্রমানব ও যন্ত্রমানবীরা।"[৩]

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবজিৎ চ্যাটার্জি এরকমই এক বিষণ্ণ সময়ের মানুষ। তার একসময়ের সঙ্গিনী (স্ত্রী নয়) তাকে ছেড়ে চলে গেছে। সে আজ চার বছর আগেকার কথা। সম্পর্কের মাত্র তিন দিন বাদে বনিবনা না হওয়ায় তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। মেয়েটির নাম অপরূপা গঙ্গোপাধ্যায়। দেবজিৎ নিরীহ, কাজ পাগল মানুষ। মহিলা-ঘটিত ব্যাপারে সে আর কোনো রকম ঝঞ্ঝাটে যেতে চায় না। রক্তমাংসের নারী মানেই মতবিরোধ, কথার উপর কথা। শেষ পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি। তারপর হৃদয়ে শুধু গোপন রক্তক্ষরণ। সে অনেক যন্ত্রণা। কিন্তু তার বুভুক্ষু শরীর-মন কাউকে ভীষণভাবে চাইছে। তাই পরীক্ষাগারেই মনের মতো করে এক সঙ্গিনী তৈরি করে নিচ্ছে সে। দুজন বিজ্ঞানী ছ'মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তৈরি করেছেন এক মায়াবী নারীর। সুন্দরী সে। গায়ের রং ঈষৎ তাম্রাভ-গৌর, চোখ দুটো অসম্ভব টানা টানা আর সুন্দর নাতি-দীর্ঘ দেহটি ছিপছিপে। দেবজিৎ ঠিক যেমন ভাবে চেয়েছে ঠিক তেমনভাবে তৈরি করা হয়েছে তাকে। সন্তান ধারণ ছাড়া গৃহিণী-সুলভ আর সবকিছুই সে নিপুণতার সঙ্গে করতে পারবে। শুধু তাই নয়, শিউলি দেবজিৎ ছাড়া আর অন্য কোনো পুরুষকে কখনো শরীরে-সিস্টেমে গ্রহণ করবে না; কারণ দেবজিতের গায়ের গন্ধ, শরীরের কম্পন, গলার স্বর, সমস্ত রকম আইডেন্টিফাই করার ব্যবস্থা করা হয়েছে তার মধ্যে। সম্পূর্ণ লক সিস্টেম। অন্য কোনো পুরুষ তাকে ব্যবহার করতে এলেই সে রিয়েক্ট করবে অত্যন্ত ভায়োলেন্ট ভাবে। নির্জন-নিঃসঙ্গ-একাকী পুরুষ দেবজিৎ তাকে ভালোবেসে নাম দিয়েছে শিউলি। দেবজিৎ তাকে প্রশ্ন করে — "তুমি কি আমাকে ভালোবাস... আমার ঘর করবে?"[৪] যন্ত্র-মানবীও জানায় সে দেবজিতের সঙ্গে ঘর করতে চায়, তাকে ভালোবাসতে চায়। মানুষ কতটা একা হলে, নিরুপায় হলে একটি যন্ত্র-মানবীকে এভাবে চাইতে পারে! এ বোধ হয় যুগের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চার বছর আগের সেই অপরূপা আবার ফিরে আসে দেবজিতের জীবনে। বড়ো বিষণ্ণ। থমথমে গম্ভীর মুখ। তার জল ভরা ক্লান্ত দুটি চোখ যেন দেবজিৎকে বলতে চায় —

"একদিন উড়তে উড়তে ছুঁয়ে ফেলি তোমায়। তোমার মনের গভীরে রাখা
সে সব জোৎস্না ভেজা রাত। আলতো আঁধার রাখি তোমার হাতে।
... যে আশ্রয় এঁকেছি শান্ত চোখে, সযত্নে তুলে রাখি চোখের জলে। তোমার
মায়াময় মনের কাছে আমার আত্মসমর্পণ।
... নিভৃত ডানায় লুকিয়ে রাখি অভিমানী
পৃথিবীর সব অন্ধকার।
... রাত গভীর হলে
চোখের জলে আবছা হয় বর্ণমালা,
মুখ লুকোয় সবুজ পালক... "[৫]


© Santiniketan Sahityapath

না, এবার অপরূপা আর লিভ-ইন সঙ্গী হতে আসেনি, স্ত্রী হতে এসেছে সারা জীবনের জন্য। বলে — "আমি তোমার স্ত্রী হতে চাই … হ্যাঁ। সঙ্গিনী নয়, স্ত্রী।… শোনো, শিউলি তোমার জন্য যা যা করতে পারত, আমিও তোমার জন্য ঠিক তাই করব।… শিউলি যা পারত না আমি তাও পারব।… আমি সন্তান দিতে পারব।"[৬]

তারপর দুহাজার সাতশো চব্বিশ সালের দুজন সম্পর্কে ভীত, বন্ধন-ভীরু মানব-মানবী আজীবন একসঙ্গে থাকার শপথ নেয়। অতীতের ভুল বোঝাবুঝি, তিক্ততা সরিয়ে রেখে একটি ভালোবাসার 'বাসা' গড়ে তোলার পথে হাঁটতে থাকে তারা।

### ৩ (খ)

এবার আসি অর্ণব দাসের 'ডরোথি' গল্পে। লিভইন সম্পর্কে রয়েছে দুই নর-নারী। শান্তনু এবং ডরোথি। ন'মাসের সম্পর্ক তাদের। ডরোথিকে কাছে পেয়ে শান্তনু শরীরে-মনে ভীষণ তৃপ্ত। ডরোথি শুধু প্রেমিকা নয়, সে সুগৃহিণীও বটে যদিও তাদের এখনো বিয়ে হয়নি। তবে শান্তনুর মা ডরোথিকে একদম পছন্দ করেন না। ছেলের সঙ্গে লিভ-ইন সম্পর্কে থাকা অতি আধুনিকা প্রেমিকাকে কোন্ মা-ই বা পছন্দ করেন! তিনি শান্তনুর জন্য মেয়ে দেখছেন। শান্তনু নারীঘটিত ব্যাপারে নিজেকে বেশ ভাগ্যবান ভাবছে, কারণ — "গত পঞ্চাশ বছরে বিয়ে জিনিসটা মারাত্মক হারে কমে এসেছে। এমনিতেই মেয়েদের সংখ্যা যে হারে কমে এসেছে তাতে একটা মেয়ে খুঁজে বিয়ে করাটা খুব কঠিন। তার উপর সরকার বিয়ের রেজিস্ট্রেশন করার খরচ এতটাই বাড়িয়ে দিয়েছে যে বিয়েটা এখন অনেকের কাছে স্বপ্ন। কত শত যুবক এখন খালি বিয়ের জন্য টাকা জমাচ্ছে।… শান্তনুর ভাগ্য তাও কিছুটা ভালো যে সে লিভ-ইন করতে পারছে ডরোথির সাথে। অনেকের স্যালারি তো সেটাও পারমিট করে না।"[৭]

এদিকে ডরোথির শরীরটা ক'দিন ধরে বেশ খারাপ। কয়েকদিন আগে ওয়াশিং মেশিনে জামাকাপড় ধুতে গিয়ে ইলেকট্রিক শক খায় সে। সারাটা দিন জ্ঞানহীন অবস্থা। জ্ঞান ফেরার পর থেকেই চারপাশের দুনিয়াটা তার কাছে কেমন যেন বদলে গেছে। একঘেয়ে জীবনটা কীভাবে যেন পাল্টে যাচ্ছে তার। তবে সেই সঙ্গে একটা ব্যাপার ঘটছে। আগে শান্তনুর ইচ্ছেই ছিল তার ইচ্ছে। এখন ঠিক তেমন হচ্ছে না। ডরোথির নিজের ইচ্ছেগুলি, স্বপ্নগুলি না জানি কেন বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে নিজের ভালোলাগা, না লাগা। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে ভালো লাগছে না শান্তনুর অতি উগ্র যৌনতা, "আজকাল একদম ভালো লাগছে না শান্তনুর ব্যবহার। যখন তখন জড়িয়ে ধরে। তখন শরীরের প্রতিটা খাঁজে ওর হাত আর ঠোঁট খেলা করে। প্রতিটা রাতে শরীরটাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে নিজেকে অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত করতে চায় শান্তনু।… সব সময় তো শরীরের এই খেলা ভালো নাও লাগতে পারে। সেটা যে কেন বুঝতে চায় না, কে জানে?"[৮] তার রাগ হয়, যন্ত্রণা হয়, বিরক্তি লাগে। কিন্তু তবুও সে বিছানায় তার উপর ওঠানামা করতে থাকা ঘর্মাক্ত শান্তনুর মুখের দিকে তাকিয়ে ডরোথি তার সমস্ত ইচ্ছা অনিচ্ছাগুলিকে ভুলে থাকতে চায়। গিলে ফেলতে চায় কষ্টগুলি।

ওদিকে শান্তনুর মা শান্তনুর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন নিজের দেখা পছন্দের মেয়েটির সঙ্গে। আর এদিকে ডরোথি ভাবছে শান্তনু তাকে কবে বিয়ের কথা বলবে। শেষ পর্যন্ত সে নিজেই একদিন বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসে শান্তনুকে। শুধু এইটুকু কথাতেই শান্তনুর ভদ্রতার মুখোশ খুলে পড়ে, রাগে আগুন হয়ে ওঠে সে। ডরোথি শান্তনুর এরকম বীভৎস রূপ এর আগে কখনো দেখেনি। শান্তনুর কথায় সে তার অবস্থানটি খুঁজতে চেষ্টা করে। বুঝতে পারে তার সঙ্গে শান্তনুর বিয়ে আদৌ সম্ভব নয়। কারণ শান্তনু রক্তমাংসের মানুষ আর সে এক যন্ত্র-মানবী মাত্র। সামান্য এন্ড্রয়েড ফিফটি! স্পেশালি লিভ-ইন করার জন্য তৈরি একটি সিলিকনের রোবট। তার শরীর আছে কিন্তু মন নেই, আত্মা নেই। সে সন্তানের জন্ম দিতে পারবে না। সে শুধুই শারীরিক চাহিদা মেটানোর যন্ত্র বিশেষ। তাকে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু ভালোবাসা যায় না। বিছানায় তোলা যায়, কিন্তু বিয়ে করা যায় না। যন্ত্র হয়েও সে বুঝতে পারে, আসলে —

"মানুষের লালসার শেষ নেই
উত্তেজনা ছাড়া কোনদিন ঋতুক্ষণ
অবৈধ সঙ্গাম ছাড়া সুখ
অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ নেই"[৯]

কিন্তু এত খারাপ আচরণের পরেও ডরোথি তাকে ভালোবেসে আদর করে বলে, "তাতে কি সোনা? আমার এই সিলিকনের শরীরটা কি তোমায় সুখ দিতে পারবে না? কেন আমাকে নিয়ে বিছানায় কি তোমার কোনো প্রবলেম হয়েছে এতদিন তোমার? হ্যাঁ,


© Santiniketan Sahityapath

একটা বাচ্চা হয়তো দিতে পারব না আমি। কিন্তু সেটাও তো এডাপ্ট করা যায়। তাহলে কি কমতি আছে আমার মধ্যে বলো?"[১০] আগুনে ঘি পড়ে। শান্তনু আবারও চিৎকার করে চেঁচিয়ে বলে, "কি? বাচ্চা? শালা একটা রোবটের বাচ্চা নেওয়ার শখ জন্মেছে? আর বিছানার কথা বলছো? ওটা তোমাকে ভাড়া নেওয়ার আগে আমি ভালো করে দেখে নিয়েছি। ট্রায়াল পিরিয়ডে তুমি আমায় বিছানায় সন্তুষ্ট করেছো বলেই নিয়েছি। এর মধ্যে ভালোবাসা কোথা থেকে আসছে?"[১১]

যন্ত্র-মানবী ডরোথি, রক্তমাংসের মানবীর মতোই কান্নায় ভেঙে পড়ে। তবুও বারবার শান্তনুর কাছে সে প্রেম ভিক্ষা চায়। এই ন'মাসের সংসারটাকে, সংসারের মানুষটাকে বড্ড বেশি ভালোবেসে ফেলেছে সে। গলায় ফাঁসের মতো আটকে থাকা লিভ-ইন সঙ্গীকে এতদিনে বিষাক্ত লাগতে শুরু করে শান্তনুর। ডরোথিকে সমূলে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় শান্তনু। এত দিনের নম্র, বাধ্য, অনুগামি ডরোথি শেষ পর্যন্ত নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে বাধ্য হয়ে শান্তনুকে হত্যা করে। অসংযত যৌন প্রবৃত্তি এবং শারীরিক চাহিদা পূরণে প্রযুক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার আগামী প্রজন্মকে কতটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে ফেলতে পারে তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হতে পারে এই গল্প। তবে গল্পে ডরোথিকে এক মুহূর্তের জন্যেও মানুষ ছাড়া অন্য কিছুই মনে হয়নি। আসলে অর্ণব দাস একটি যন্ত্রকে হাতিয়ার করে অত্যাধুনিক কর্পোরেট পুরুষের যৌন মানসিকতার কদর্যতম রূপটি তুলে ধরলেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। বুঝিয়ে দিলেন ভোগবাদী, আত্মকেন্দ্রিক, প্রভুত্বকামী পুরুষের কাছে রক্তমাংসের নারী এবং যন্ত্রমানবী সমার্থক।

তবে বিপদের ঘণ্টা বাজতে আর বেশি দেরি নেই। কিছুদিন আগে ফেসবুকের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে পড়েছিল 'জনাথন গাভালাস' নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক ৩৬ বছর বয়সি যুবকের মৃত্যুর খবর। জানা গেছে এ-আই চ্যাটবক্সের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছে মানুষটি। ভাবতে অবাক লাগে এ আমরা কোন্ সময়ে, কোন সমাজে বাস করছি, যেখানে রক্তমাংসের মানুষ কৃত্রিম যন্ত্রের প্রেমে পড়ে প্রাণ হারাচ্ছে! আসলে স্বাভাবিক নর-নারীর মধ্যে সম্পর্কের ভিত যত আলগা হচ্ছে ততই তৃতীয় পক্ষ হিসেবে ঢুকে পড়ছে কৃত্রিম প্রযুক্তি।

৩ (গ)

আবার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ইশারা' গল্পে এমন এক পৃথিবীর ছবি আঁকলেন যেখানে মানুষের পাগলামি বেড়েছে অত্যন্ত মাত্রায়। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মনোরোগী, যারা কোনোরকমে সুস্থ আছে তাদেরকেও ধীরে-ধীরে চোরাবালির মতো গ্রাস করছে তীব্র নিঃসঙ্গতা বোধ, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, অতি এবং বিকৃত যৌনচার, সন্দেহ, চাপা জিঘাংসা, অলসতা, ভয়, অস্থিরতা — আরো কত কী। বেশির ভাগ মানুষ হয়ে উঠছে বদমেজাজি আর হিংস্র। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র গুণ নামের একটি পুরুষ। বেশ লম্বাটে, রোগাটে এবং ফর্সা গোছের মানুষ। বড়ো চাকরি করে। একা থাকে। তার বাবা এই শহরে আলাদা থাকেন। পিতা-পুত্রের মধ্যে দেখা নেই প্রায় পনেরো বছর। তার মা, বাবাকে ছেড়ে গেছে বহুকাল আগে। মা মরে গেছে কি বেঁচে আছে সেটাই গুণ জানে না। তার নিজের এর আগে ন'বার ডিভোর্স হয়েছে। দশম বউ ঝিমির সঙ্গেও তেমন খুব একটা বনিবনা হচ্ছে না। অতএব বিচ্ছেদ আসন্ন। স্ত্রীদের প্রেমিক থাকবে এবং স্বামীদের প্রেমিকা — এই যুগে এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু ঝিমির প্রেমিকের সংখ্যা এত বেশি যে গুণ সাত দিনেও এক বেলার জন্য তার সঙ্গ পায় কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। ঝিমি এর আগে আরো সাতবার বিয়ে করেছে, কিন্তু সব স্বামীরই তার সম্পর্কে একই অভিযোগ। অবশ্য গুণেরও দুজন বান্ধবী আছে; তিতির আর মৈত্রেয়ী। তবুও গুণের দিনগুলি খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলছে যেমন-তেমন করে।

এইরকম অবস্থায় গুণকে খুন করার জন্য সুশি নামের একটি মেয়েকে পাঠায় একটি সন্ত্রাসবাদী দল। কিন্তু ঘটনাচক্রে দুটি বিষন্ন-একাকী হৃদয় কাছাকাছি আসে। কত কথা হয় তাদের মধ্যে। ফসিল হতে থাকা, লুকিয়ে রাখা অনুভূতিগুলি বিস্ফোরণ ঘটাতে চায়। গুণ বলে সুসিকে — "এই সম্পূর্ণ বান্ধবহীন পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে মানুষের একজন ভালোবাসার লোক চাই-ই। ভালোবাসা কথাটা পুরনো এবং সম্পূর্ণ অচল। আমরা জানি কেবল কর্তব্য এবং উপভোগই শেষ কথা। ভালোবাসা একটা ভাবাবেগ মাত্র। কিন্তু ভারী আশ্চর্যের বিষয় মানুষের অন্তর্গত সেই ভাবাবেগের শুষ্ক নদীখাতে মাঝে মাঝে প্লাবনের ঢল নামে।"[১২] গুণ জানতে পারে, সুসি তাকে খুন করতে এসেছে। তবুও বাড়ি ফিরে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করে, "এতক্ষণ কেমন কাটল?"[১৩] উত্তরে সুসি জানায়, "রোজ যেমন কাটে। একা।"[১৪] গুণ আবার বলে সুসির যেমন কেউ নেই, তেমনি তার নিজেরও কেউ নেই। শেষ পর্যন্ত সে সুসির কাছে নিঃশর্ত


© Santiniketan Sahityapath

আত্মসমর্পণ করে বলে — "আমি প্রতিরোধ হীন... সুসি, ঘুমের মধ্যে মরতে আমার ভয় নেই।"[১৫] ওদিকে সুসির কাছে বারবার নির্দেশ আসতে থাকে গুণকে হত্যা করার। কিন্তু যে নারী হৃদয়ে কস্তুরীর গন্ধ পেয়েছে, মৃত্যুও তার কাছে হার মানে। তাই নিশ্চিন্তে শিশুর মতো ঘুমিয়ে থাকা গুণকে ছাড়ে না বুকে আগলে বসে থাকে সুসি —

"বেলা ফুরোয়।
অভিমান ঝরে পড়ে আদর চাঁদে।
অস্থির জোনাকীরা চিনে নেয়, ভেঙে যাওয়া বুক।
বুকের গভীরে রাখা রাত...অন্তহীন অন্ধকার"[১৬]

৪

গল্পগুলির আলোচনা করতে গিয়ে আন্দাজ করতে পারি নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে যে অদ্ভুত আঁধার ঘনিয়ে এসেছে তা ভবিষ্যতে বোধ হয় আরো বাড়বে। কিন্তু এর মধ্যেও দেবজিৎ-অপরূপা, গুণ-সুসির মতো চরিত্ররা খুঁজে নেবে উত্তরণের পথ। খড়-কুটো আর কাদা-মাটি দিয়েই গড়ে নেবে ছোট্টো ভালোবাসার বাসা। ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে শেখাবে ভালোবাসার গান। সেই সঙ্গে আগামী প্রজন্মকে বুঝিয়ে দিয়ে যাবে... একটি মনের ভালো থাকার জন্য প্রয়োজন হয় শুধু আর একটি আদুরে মনের। একটি নির্জন হাতের জন্যে লাগে বাড়িয়ে দেওয়া আর একটি বিশ্বাস-মাখা হাত।

তথ্যসূত্র:


১। 'বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান', সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা, এপ্রিল, ২০১৯, পৃ. ২০

২। ওই, পৃ. ২১

৩। 'কল্পবিজ্ঞান সমগ্র', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, জানুআরি ২০১৯, পৃ. ১৭২

৪। ওই, পৃ. ১৬৯

৫। 'চূর্ণিকে লেখা চিঠি', অরুণ দাস, শ্রীলিপি, মেদিনীপুর, ফেব্রুআরি ২০২৬, পৃ. ৯

৬। 'কল্পবিজ্ঞান সমগ্র', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, জানুআরি ২০১৯, পৃ. ১৭৫

৭। 'ডরোথি', দাস অর্ণব, কল্পবিশ্ব, তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
https://www.kalpabiswa.in/article/%E0%A6%A1%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A5%E0%A6%BF/
প্রবেশের তারিখ ২৯ এপ্রিল ২০২৬

৮। ওই

৯। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', জীবনানন্দ দাশ, গীতাঞ্জলি, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম গীতাঞ্জলি সংস্করণ, ১৫ এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ১১৪

১০। দাস, অর্ণব, 'ডরোথি', কল্পবিশ্ব, তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
https://www.kalpabiswa.in/article/%E0%A6%A1%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A5%E0%A6%BF/
প্রবেশের তারিখ ২৯ এপ্রিল ২০২৬

১১। ওই

১২। 'কল্পবিজ্ঞান সমগ্র', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, জানুআরি ২০১৯, পৃ. ৮০

১৩। ওই, পৃ. ৯৪

১৪। ওই, পৃ. ৯৪

১৫। ওই, পৃ. ৯৪

১৬। 'চূর্ণিকে লেখা চিঠি', অরুণ দাস, শ্রীলিপি, মেদিনীপুর, ফেব্রুআরি ২০২৬, পৃ. ১০


সহায়ক গ্রন্থ:


১। সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ/প্রথম সংস্করণ/প্রথম মুদ্রণ ২০১৩



© Santiniketan Sahityapath

২ । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, ‘কল্পবিজ্ঞান সমগ্র’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুআরি ২০১৯
৩ । প্রেমেন্দ্র মিত্র, ‘কল্পবিজ্ঞান সমগ্র’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুআরি ২০১০
৪ । অরুণ দাস, ‘চূর্ণিকে লেখা চিঠি’, শ্রীলিপি, মেদিনীপুর ৭২১১০১, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুআরি, ২০২৬
৫ । জীবনানন্দ দাশ, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, গীতাঞ্জলি, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, প্রথম গীতাঞ্জলি সংস্করণ ১৫ এপ্রিল, ২০১৫

ওয়েবসাইট:

১ । দাস অর্ণব, ‘‘ডরোথি’’, কল্পবিশ্ব, তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, https://www.kalpabiswa.in/article/%E0%A6%A1%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A5%E0%A6%BF/
২ । ‘Science Fiction Origin and Meaning of the Fridge’, Online Etymology Dictionary, https://www.Ety monlina.com, 25th March, 2026

—